বাংলাদেশ ভোকেশনাল শিক্ষক সমিতি বগুড়া জেলা শাখার সভাপতি ICT4E এ্যাম্বাসেডর মোঃ আতিকুর রহমান বগুড়া জেলা শিক্ষা অফিসার মোঃ হযরত আলী স্যারের সাথে সাক্ষাত ও কারিগরি শিক্ষা বিষয়ে আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি বলেন যে শিক্ষা গ্রহণ করে শিক্ষার্থীরা বাস্তব জীবনে ব্যবহার করে কোন একটি নির্দিষ্ট পেশায় নিযুক্ত হতে পারে তাই কারিগরি শিক্ষা। এ শিক্ষাব্যবস্থায় তত্ত্বীয় পড়াশুনার চেয়ে ব্যবহারিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। উন্নয়নশীল ক্ষুদ্র আয়তনের এই দেশের এক বিরাট জনগোষ্ঠী বেকারত্বের স্বীকার। প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ তরুণ-তরুণী পড়াশোনা শেষ করে চাকরীর অভাবে বেকারত্বের খাতায় নাম লিখাচ্ছে। চাকরি প্রার্থীর তুলনায় দেশে সরকারি বা বেসরকারি খাতে চাকরির সংখ্যা কম। তাই দেশে শিক্ষিত বেকারদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। দেশে যদি সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি **কারিগরি শিক্ষা** ব্যবস্থার মান ও উন্নত হতো এবং ছাত্রসমাজ যদি কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত হতো তাহলে দেশে এই বেকারত্বের সৃষ্টি হতো না। তারা তাদের নিজ নিজ কর্মদক্ষতাকে কাজে লাগিয়ে বেকারত্ব দূর করতে পারত। একটি দেশের অর্থনীতির চাকা যদি সচল না থাকে তাহলে সে দেশের **উন্নয়ন** দ্রুত তরান্বিত হয় না। অর্থনীতির চাকা সচল রাখতে কারিগরি শিক্ষার দিকেও দেশকে হতে হবে উন্নত। কারিগরি শিক্ষায় উন্নত দেশসমূহ নিজের দেশের জনশক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন যন্ত্র-পাতি উৎপাদনের মাধ্যমে নিজের দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে বিদেশে রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করছে যা তাদের দেশের অর্থনৈতিক **উন্নয়ন** তরান্বিত করছে। বাংলাদেশের তরুণ সমাজকেও যদি সঠিক **কারিগরি শিক্ষা** ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে উৎপাদনের কাজে লাগানো যেত তাহলে তারাও দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারত। যেকোন দেশের জনসংখ্যাই সেদেশের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ যদি তা দক্ষ জনশক্তিতে পরিণত হয়।  একটি দেশের জনসংখ্যা তখনই জনশক্তিতে পরিণত হবে যখন তার প্রত্যেকটি কর্মোক্ষম ব্যক্তি বিভিন্ন পেশায় বা উৎপাদন খাতে নিয়োজিত থাকবে। বাংলাদেশের মতো উন্নয়নশীল দেশের জনসংখ্যাকে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তরে কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার বিকল্প নেই। প্রতিবছর বিভিন্ন নির্মানাধীন কাজের জন্য দেশে দক্ষ জনশক্তির অভাব থাকায় বাইরের দেশ হতে লোকবল নিয়োগ করতে হয়। কারিগরি শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে দেশের জনগণকে যদি  কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষিত করে দক্ষ জনশক্তিতে রুপান্তর করা যায় তবে এটি দেশ তথা সমগ্র জাতির উন্নয়নের কাজে আসবে। দেশের অভ্যন্তরীণ চাহিদা মিটিয়ে এসকল দক্ষ জনশক্তিকে বিদেশে প্রেরনের মাধ্যমে দেশের বাহিরেও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃস্টি হবে।দেশের কারিগরি শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হলে কারিগরি শিক্ষা এবং প্রশিক্ষন গ্রহনের মাধ্যমে এদেশের তরুণ-সমাজ আর্থিকভাবে স্বচ্ছল হবে। এর ফলে তাদের পরিবার তথা দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন তরান্বিত হবে। যদি সঠিক কারিগরি শিক্ষা দানের মাধ্যমে দেশের জনসংখ্যাকে জনশক্তিতে রূপান্তর করা যায় তাহলেই বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ হতে উন্নত দেশে পরিণত হবে।